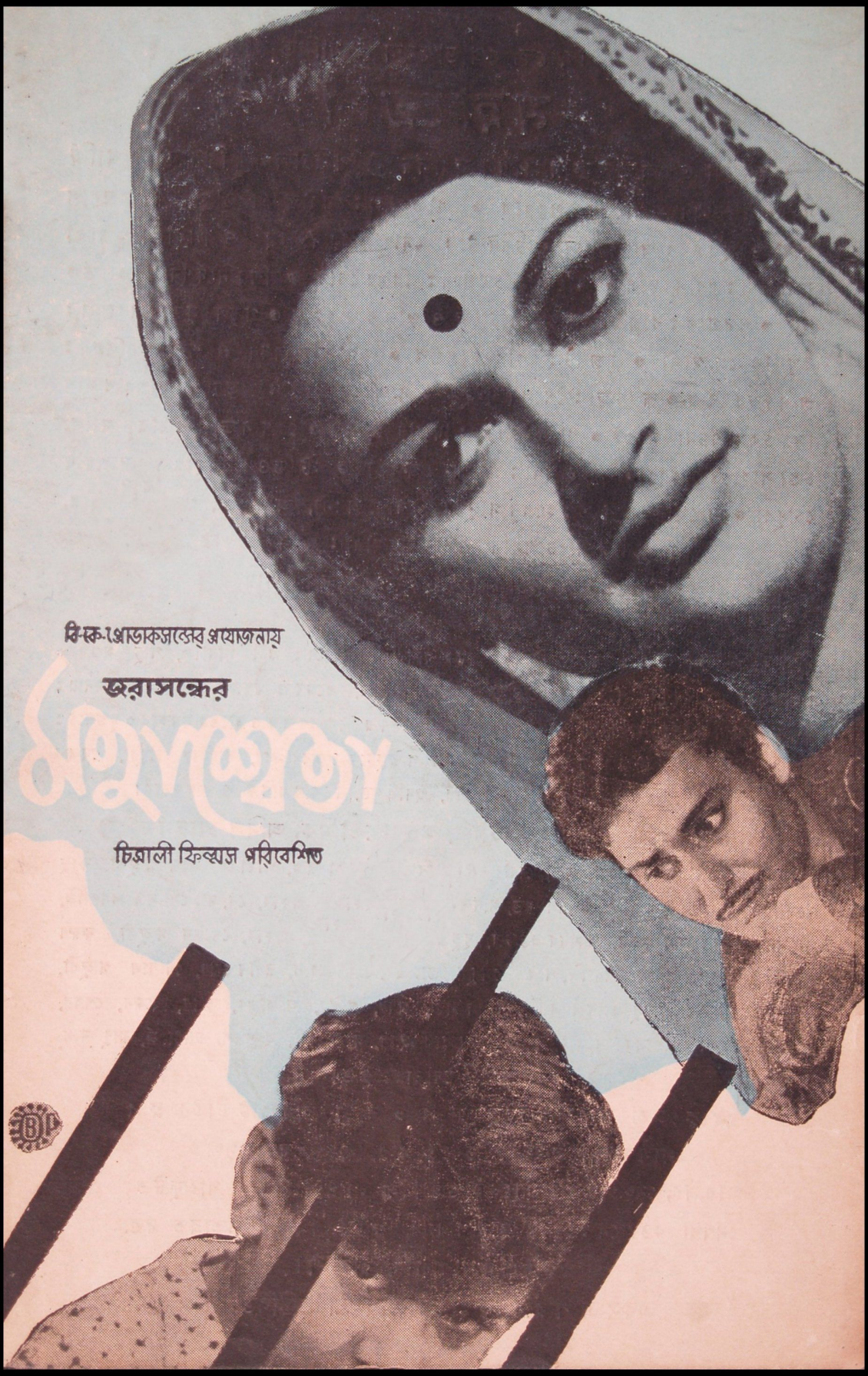
বি-কে-প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায়
জরাসন্ধের
মিলনান্তক
চিত্রালী ফিল্মস পরিবেশিত

29-6-67
বি-কে-প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায়
জরাসন্ধের
মহাশ্বেতা
চিত্রালী ফিল্মস পরিবেশিত

বি, কে, প্রোডাকসন্স প্রযোজিত

মহাশ্বেতা

● কাহিনী ও অতিরিক্ত সংলাপ : জরাসন্ধ ● পরিচালনা : পিনাকী মুখার্জি
সঙ্গীত পরিচালনা : রাজেন সরকার ● গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ● চিত্রনাট্য : গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও পিনাকী মুখার্জী
সম্পাদনা : রবীন দাস ● আলোক-চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ● শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু ● শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জি ও সুজিত সরকার ● পুতুল নৃত্যপরিকল্পনা : রঘুনাথ গোস্বামী ● দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত ● সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্লিখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ ● রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ● সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস ও দাশরথি দাস
স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ● পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ● কেশ সজ্জা : পীয়ার আলি, চণ্ডী সাহা ও মেহবুব ● ব্যবস্থাপনা : পরেশ চক্রবর্তী ● স্টুডিও ব্যাবস্থাপনা : দাশরথি চৌধুরী ● আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর, অবনী, অভিমন্যু, সুদর্শন, সন্তোষ, দিলীপ ● পরিচালনায় প্রধান সহকারী : অমল সরকার
প্রচার-পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : ধ্রুব দাস * আলোকচিত্রে : পঙ্কজ দাস * শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জি, পাঁচু মণ্ডল * সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্লিখনে : জ্যোতি চ্যাটার্জী, গোপাল ঘোষ, এডেল ও ভোলা সরকার * সম্পাদনায় : সুনীল ব্যানার্জী * শিল্প নির্দেশনায় : রবি দত্ত * সঙ্গীত পরিচালনায় : শৈলেশ রায় ও রীতেন সরকার * দৃশ্যপটে : প্রবোধ ভট্টাচার্য * রূপ সজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জী * চিত্র পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী * ব্যবস্থাপনায় : শৈলেন দাস, সুনীল দত্ত, ত্রিনাথ বণিক ও হাবুল রায়।

● প্রধান ভূমিকায় : সৌমিত্র চ্যাটার্জি, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চ্যাটার্জি ●

অন্যান্য ভূমিকায় : মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, রেণুকা রায়, গীতা দে, জহর গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখার্জি, উৎপল দত্ত, আনন্দ মুখার্জি, জহর রায়, সুখেন দাস, মাঃ সৌমিত্র ব্যানার্জি, মাঃ মলয় চক্রবর্তী, সমরকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি, গণেশ সরকার, শৈলেন গাঙ্গুলী, করুণ ব্যানার্জি, সন্ত বসু, প্রশান্ত ব্যানার্জি, পবিত্র চৌধুরী, ডাঃ এম, আর, বোস, রবীন ঘোষ, গোপাল গাঙ্গুলী, সুশীল চক্রবর্তী, মাঃ বাবলু, রবীন ব্যানার্জি, সলিল রাহা, অমর, শিশির, অভিজিৎ, তপন, দ্বিজেন, শেখর, বেজুরাম, মদন, মামু, শৈলেন, সন্তোষ, বৈদ্যনাথ, গোপাল, সুবল, আশা দেবী, ইন্দুলেখা চ্যাটার্জি, রাণু নাগ, রুমা নাগ, সীমন্তিনী রায় প্রভৃতি।

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ধানুকুড়িয়া বল্লভ বাড়ী, বসিরহাট টাউন ক্লাব
ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত
নেপথ্য কণ্ঠদানে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রবি তীর্থ

● একমাত্র পরিবেশক : চিত্রালী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স ●

কাহিনী শুরু

দেশ জুড়ে তখন বিয়াল্লিশের আন্দোলন আর পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধের ঘনঘটা!

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে মহাশ্বেতা। রূপে-গুণে অপছন্দ হবার নয়। বিয়ের বয়স হয়েছে। বাড়ীতে পাঠশালা খুলে গাঁয়ের ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছিলো মহাশ্বেতার!

মহাশ্বেতার পিতৃবন্ধুর ছেলে নির্মল, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মহাশ্বেতাদের বাড়ী এলো। এখানে সে এখন কিছুদিন থাকবে।

নির্মল শিক্ষিত, প্রাণবন্ত, আদর্শবান, সদা প্রফুল্ল যুবক। দেশ সেবার অপরাধে কারাবরণ করেছিলো। তার কথায়, ব্যবহারে চমক লেগে যায় সকলের। কিন্তু নির্মলের এখানে বেশী দিন থাকা হল না—পুলিশ এসে আবার নির্মলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

এবং তার পরই আশাতীত এক বিয়ের প্রস্তাব এলো মহাশ্বেতার। জিরাণহাটের বিপত্নীক, যুবক জমিদার সতীনাথ, তার একমাত্র সন্তান সুধীনের 'হাতেখড়ি' সত্যিকার একজন পণ্ডিতের হাত দিয়ে দেবে বলে পণ্ডিতমশাই-এর দারস্থ হয়েছিলো--আর সেই সময়ই দেখে গিয়েছিলো মহাশ্বেতাকে। দেখে বুঝি ভাল লেগেছিল—তাই একদিন এসে মহাশ্বেতার সঙ্গে তার বিপথগামী ছোট বৈমাত্রেয় ভাই রতিনাথের বিয়ের প্রস্তাব তুলল। শাঁখা-সিন্দুর ছাড়া তাদের কোনও দাবী নেই শুনে, আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলেন পণ্ডিতমশাই! বিয়ের দিন সন্ধ্যায়, বিবাহ লগ্ন যখন উপস্থিত, তখন খবর

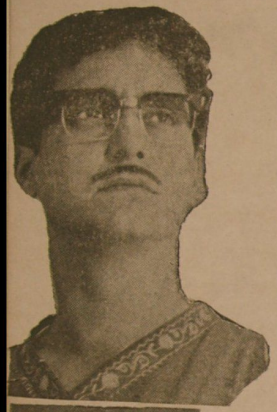

এলো বর আসবে না! মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতে চলেছে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত পণ্ডিত মশাই ছুটে বেরিয়ে গেলেন মেয়ের পাত্র খুঁজে আনতে। ফিরে আর নিজে এলেন না! তাঁর প্রাণহীন দেহ যখন তুলে নিয়ে আসা হ'ল, মহাশ্বেতার অঙ্গে তখনও কনের সাজ! পণ্ডিত মশাই-এর পরিবারের এই সর্বনাশের জন্য নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করলো সতীনাথ। কলকাতায় পড়তে গিয়ে রতিনাথ অধঃপাতে গিয়েছে দেখতে পেয়েই না ভাইয়ের স্বভাব শোধরাবার জন্য ভালো একটি মেয়ে দেখে বিয়ে দিতে গিয়েছিলো। বিয়ের দিন সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ যে পালিয়ে যাবে ভাই, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে'নি সতীনাথ। কয়েকদিন পরেই অবশ্য রতিনাথ ফিরে এলো। তবে একা নয় - একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে সে। ওদের সঙ্গে এসেছে মেয়েটির মা ও মামা।

তারপর শ্বাশুড়ী আর মামাশ্বশুরে মিলে কয়েক দিনের মধ্যে তাদের নীচতা ও হীনতা দিয়ে যেভাবে বিষাক্ত করে তুললো সারা বাড়ির আবহাওয়া, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সতীনাথ। বিরক্ত হ'য়ে, সুধীনকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিয়ে জমিদারী এবং তার নিজস্ব কারবার দেখার ভার বাড়ীর পুরাতন কর্মচারী দিনুকাকার ওপর ছেড়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে সতীনাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তার বিধবা পিসীমার সঙ্গে। ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেলেন পিসীমা তাঁর বাড়ীতে। সতীনাথ সেখানে মহাশ্বেতা এবং তার মাকে দেখে বিস্মিত হ'ল। পণ্ডিত মশাই-এর মৃত্যুর পর যাদের কত খোঁজ করেছে সতীনাথ, তাদের সঙ্গে যে এভাবে আচম্বিতে দেখা হয়ে যাবে তা সতীনাথ কল্পনাও করে'নি।

সতীনাথ, মা ও মেয়েকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু না, ওরা সতীনাথের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্যই গ্রহণ করবে না।

সতীনাথের দেশে ফেরার দিন এগিয়ে এলো। পিসীমা সতীনাথকে বললেন : ঘরে আনবি বলে এই মেয়েকে তো তুই-ই আশীর্বাদ করেছিলি। এইবার সেই প্রতিশ্রুতি রাখ।.....

পিসীমার অনুরোধে মহাশ্বেতাকে বিয়ে করে, তাকে সঙ্গে করে কাশী থেকে ফিরলো সতীনাথ। সুধীনকে গিয়ে নিয়ে এলো শান্তিনিকেতন থেকে। মহাশ্বেতা এসে আবার সতীনাথের জীবন কানায়-কানায় শান্তিতে ভরিয়ে তুললো। দেশ স্বাধীন হ'তে নির্মল ওকালতি শুরু করেছিলো এই সহরে এসে। সতীনাথ তার একজন বড় মক্কেল! কথায় কথায় মহাশ্বেতার সঙ্গে নির্মলের পরিচয়ের কথা প্রকাশ পেলো। 'বড়কুটুম' বলে নির্মলকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে এল সতীনাথ। সুধীন ভীষণ ভক্ত হয়ে উঠলো তার এই মামাবাবুটির।

সতীনাথের অন্দরমহলে একজন উকিলের যাতায়াতে রতিনাথের শাশুড়ী শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো।.....মামাশ্বশুর একদিন ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। সতীনাথও এই ইতরমিতে ক্ষেপে উঠলো। ছুটে গেল ভাইকে দিয়ে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের শাসন করতে। কিন্তু ফল হল উল্‌টো। এমন নিদারুণভাবে অপমান করল রতিনাথ যে, ফিরে যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে গিয়ে 'ষ্ট্রোক' হল সতীনাথের।

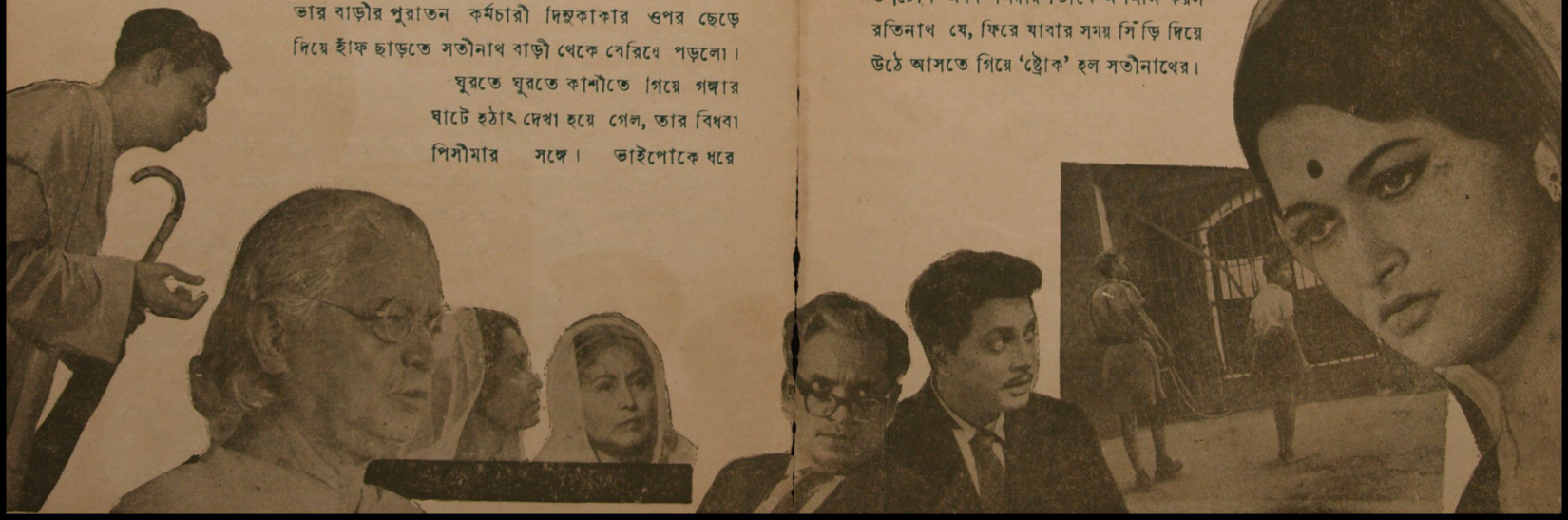

বড় ডাক্তার আনতে নির্মল কলকাতায় ছুটলো। ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরলো—তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে!

জমিদারী এবং সুধীনের নিজস্ব ব্যবসাটি হস্তগত করার জন্য রতিনাথ সুধীনের অভিভাবক হবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করলো।

প্রমাণ করার চেষ্টা করলো, মহাশ্বেতা সতীনাথের স্ত্রী নয়, রক্ষিতা মাত্র।

নির্মলের কর্মতৎপরতায় রতিনাথ হেরে গেল।

মামলায় হেরে গিয়ে অন্য পথ ধরলো রতিনাথ।

একদিন, সন্ধ্যার পর, নির্মল যথারীতি মহাশ্বেতাদের খোঁজখবর নেবার জন্য মহাশ্বেতার ঘরে ঢুকতেই, একদল লোক নিয়ে ব্যাভিচারের অভিযোগ তুলে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগলো নির্মলকে। মারামারি, ধস্তাধস্তির আওয়াজে বাড়ীর ঝি চাকররা ওপরে ছুটে এলো। কিন্তু তার আগেই তারা পরপর পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ পেলো।

ঘটনাস্থলে এসে দেখলো রক্তাপ্লুত অবস্থায় রতিনাথ মাটিতে পড়ে আছে।

বালক সুধীনের হাতে পিস্তল।

আর আতঙ্কিত এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মহাশ্বেতা সুধীনের দিকে চেয়ে আছে।

তারপর—

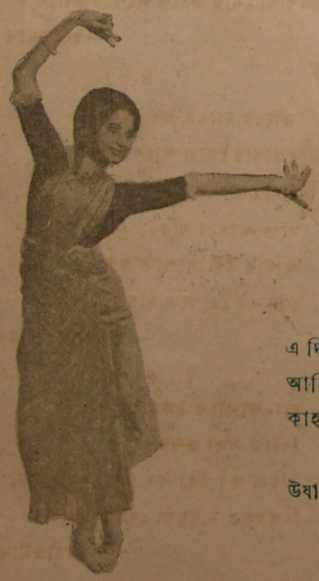

(১)

এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা সফল হল' কার?
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘাটে
আলোক ভরে
উষা কাহার আশীষ বহি হল' আঁধার পার।

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ধা হুল্লা হুল্লা লা।
রাতদুপুরে এনেছি যে সা রে গা মা পা॥
কাদের বেতালা গানে
তালা ধরে গেল কানে;
ওরা কারা বেয়াদপ বজ্জাত
আরামের ঘুমটাকে ভাঙ্গানোর শাস্তিটা
হাতে হাতে পাবে ওরা নির্ঘাৎ॥
বন্ধু, ওগো বন্ধু খোল দ্বার
মিতালীর রাখী এনেছি দেব উপহার;
না না না তুমি যাও।
কাছে এসো আমি ভাল বেসেছি
গল্পের ঝুলি নিয়ে এসেছি।
চকলেট সন্দেশ সীতাভোগ দরবেশ
কাঁচকলা রয়েছে দেবার, খোল দ্বার॥
না না না—তোমার একশো দাঁতে সবি
খাও—
দরজা খুলবো না, তুমি যাও॥
বেশ আজ যাচ্ছি কাল ফের আসছি
দরজা ভাঙ্গার এক যন্ত্র নিয়ে,
খাবোই তোদের সব মাথা চিবিয়ে
একশো দাঁতের এই মুখটা দিয়ে॥
বল কি হবে উপায়?
কড়মড় করে ও যে হাড়গোড় ভাঙ্গবে,
উঃ বড্ড যে লাগবে॥
পেয়েছি—কী? কী? কী?
চুপ চুপ কেউ যেন না শোনে
করিস নে শব্দ কেউ যেন না শোনে।
ডিনার টেবিল পেতে রাখি
চামচে কাঁটা সাজিয়ে
খাবার সময়একশো দাঁতের
বাজনা যাবো বাজিয়ে॥
ও বাবারে! তুমি কে?
আমার এই হাজারটা দাঁত
দেখেই চিনে নে—
তোকে আজ খাবো চিবিয়ে
ঝাল ঝাল ঝাল
টক্ টক্ টক্ খানা বানিয়ে॥
কথা দিলাম নাক কান মুলে
একশোটা দাঁত ফেলবো আজি তুলে॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে উর্দ্ধপানে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি
বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম
যেন এই দেশেতে মরি॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৫)

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহালগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥

—রবীন্দ্রনাথ

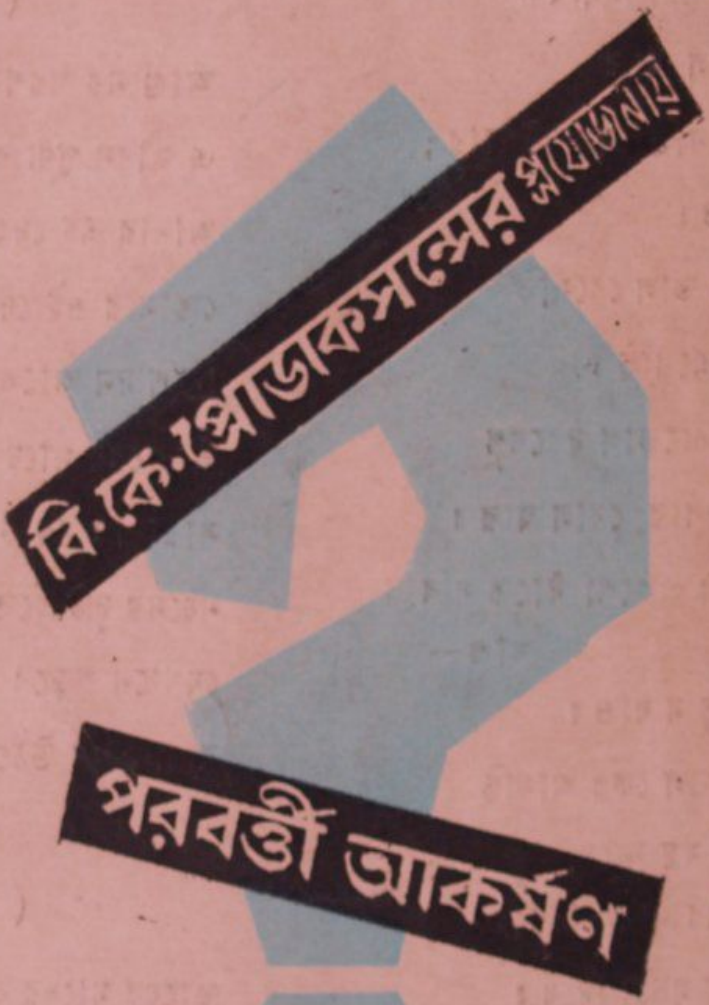

সম্পাদনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অলংকরণ : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য।
মুদ্রণ : চিত্রালী প্রেস॥ রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা : ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪।